গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা কোষ

স্মারক নং ১৭(৬৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-১/৮৪, তারিখ ঢাকা, ১৯-৫-১৯৮৪খ্রীঃ।

প্রেরকঃ আব্দুল বারী তরফদার,
উপ-সচিব।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,.....।

বিষয় ঃ **পৌরসভা এলাকাভ্যন্তরে কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় প্রসঙ্গে।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, ১৯৭৬ সনের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং-৪২) অনুসারে ১৪-৪-৭৬, ইং (১লা বৈশাখ, ১৩৮৩ বাংলা) জমির ব্যবহারের ভিত্তিতে কৃষি জমির জন্য এক রকম হার ও অকৃষি জমির জন্য অন্য রকম হার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৮২ সনের ১৫নং অধ্যাদেশ অনুসারে ভূমি উন্নয়ন করের যে হার প্রবর্তন করা হয় তখনও কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার পরিবারের মোট জমির পরিমাণের ভিত্তিতে প্রগতিশীলভাবে এবং অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের প্রচলিত হার অত্র মন্ত্রণালয়ের ২৭-৭-৮২ইং তারিখের স্মারক নং ২৪৫/(১৯)-৮৫/৮২-এস,এ এবং ১৫-৫-৮৩ইং তারিখের স্মারক নং ৫৯(২১)-পিসি/ষ্ট্যাট-৫/৮৩ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হইয়াছে।

ইদানিং সরকার লক্ষ্য করিতেছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে অকৃষি জমির সংজ্ঞা সঠিকভাবে বুঝিতে না পারার জন্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে কেহ কেহ পৌরসভা এলাকার মধ্যে জমি হইলেই ইহাকে অকৃষি জমি ধরিয়া নিয়াছেন অথবা পৌর এলাকার অন্তর্গত সব উচু জমিকেই অকৃষি জমি ধরিয়াছেন। ফলে কৃষি কাজে ব্যবহৃত কিছু জমির ভূমি উন্নয়ন কর অকৃষি জমির আবাসিক হারে ধার্য করা হইয়াছে। ইহা সরকারী নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পৌর এলাকার মধ্যে উচু জমি হইলেই যে অকৃষি আবাসিক জমির হার অনুসারে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করিতে হইবে এমন কোন বিধান নাই। জমিটি উচু (ভিটি) জমি হইলেও যদি ইহা প্রকৃতই কৃষিকাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে কৃষি জমির জন্য নির্ধারিত হার অনুসারেই ইহার ভূমি উনয়ন কর আদায় করিতে হইবে।

অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ এবং শহর এলাকায় কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কে সরকারী নীতিমালা নিম্নে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইলঃ

(ক) শহর তথা পৌর এলাকার অন্তর্গত শিল্প/বাণিজ্য/আবাসিক কাজে ব্যবহৃত জমি অকৃষি জমি হিসাবে নিতে হইবে।

(খ) শহর বা পৌর এলাকায় কোন জমি যদি অকৃষি জমি হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পতিত রাখা হয় তবে উহাও অকৃষি জমি হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং তদনুযায়ী উহাদের ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারিত হইবে।

(গ) শহর বা পৌর এলাকা বহির্ভূত কোন জমি যদি শিল্প/বাণিজ্য কাজে ব্যবহৃত হয় তবে উহাও অকৃষি জমি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(ঘ) শিল্প/বাণিজ্য/আবাসিক অথবা অন্য কোন অকৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য অধিগ্রহণকৃত বা সরকার হইতে বন্দোবস্তকৃত অথবা শিল্প/বাণিজ্য/আবাসিক এলাকা বলিয়া ঘোষিত অঞ্চলের সব জমিও অকৃষি জমি হিসাবে বিবেচিত হইবে। সেইসব জমি সাময়িকভাবে উদ্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত না হইলেও উহাকে অকৃষি জমি হিসাবে বিবেচনা করিয়া ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য করিতে হইবে।

(ঙ) শহর বা পৌর এলাকায় কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ঃ- পৌর এলাকার অন্তর্গত কোন জমি যদি বরাবরই প্রকৃত কৃষি পণ্য উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং (ঘ) অনুচ্ছেদভুক্ত জমি না হয় তাহা হলে সেই জমিকে স্থানীয় রাজস্ব অফিসার শুনানির পর কৃষি জমি হিসাবে বিবেচনা করিতে পারেন এবং সেই জমির ক্ষেত্রে কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার প্রয়োগ করিতে পারেন।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব।

স্মারক নং ১৭/১(৮১)-পিসি/ষ্ট্যাট-১/৮৪, তারিখ ঢাকা, ১৯-৫-১৯৮৪ইং।
অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইলঃ
১। আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ঢাকা।
৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। কমিশনার/ভূমি সংস্কার কমিশনার/উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার।
৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।
৬। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব।

স্মারক নং ১৭/২(১)-পিসি/ষ্ট্যাট-১/৮৪, তারিখ ঢাকা, ১৯-৫-১৯৮৪ইং।
অবগতির জন্য অনুলিপি দেওয়া হইল ঃ
১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।

ইহার সহিত তাঁহাদের ৫-৩-১৯৮৪খ্রীঃ তারিখের স্মারক নং মপবৈ-৬-৮৪-১০৭-মপশা এবং অত্র মন্ত্রণালয়ের ৪-৪-১৯৮৪খ্রীঃ তারিখের স্মারক নং ৯ পিসি/ষ্ট্যাট-৫-৮৩ এর সম্পর্ক রহিয়াছে।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Land Administration and Land Reforms
Planning Cell
(Statistical Section)

Memo No. 23-PC/Stat-2/84 Date, Dhaka, 26.7.84

From : Abdul Bari Tarafar,
Deputy Secretary

To : The Deputy Commisioner.
Dinajpur.

Sub : Realisastion of Land Development Tax of lands used for plantation of sugarcane.

In inviting a reference to his office Memo No. 743/S. Ag/I-5-84 date 5/7/84 on the above subject, the undersigned is directed to state that the rate of Land Development Tax for plantation lands in excess of 100 bighas (33.33 acres) of a family/body as circulated vide this Ministry's Memo No. 59/PC/State-5/83 dt. 15.583 is not applicable for lands used for sugarcane plantation. The revised rate is applicable only for plantation lands of tea, coffee, rubber, pine-apple, mango palm-orchard, and fruit orchards.

Sd/-Abdul Bair Tarafdar
Duputy Secretary.

Memo No. 23/1(63)-PC/State-2/84 Dated, Dhaka, 26.7.84

Copy forwarded for information to:-
1. The Deputy Commissioner, Netrokona.

Sd/-Gopal Chandra Sen
Statistician.
Ministry of Land Admn. & Land Ref.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-কোষ (পরিসংখ্যান শাখা)।

স্মারক নং ৩৪(৬১)-পিসি/ষ্ট্যাট-৯/৮৪, তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ইং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক,.....।

বিষয় ঃ ১৩৯১ বাংলা সালের (১৯৮৪-৮৫ইং), ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় প্রসংগে নির্দেশাবলী।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, ১৯৮২ সালের ১৫নং অধ্যাদেশ অনুসারে ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য ও আদায় সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশাবলী অত্র মন্ত্রণালয়ের ২৭-৭-১৯৮২ইং তারিখের স্মারক নং ২৪৫(১৯)৮৫/৮২, ১৯-১-৮৩ইং তারিখের নির্দেশিকা নং ৮-পিসি/-৮৫/৮২ এবং ১৭-১০-৮৩ইং তারিখের স্মারক নং ৯৪ (১৯)-পিসি/ষ্ট্যাট-৫/৮৩ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানান হইয়াছে। উক্ত নির্দেশাবলী ১৩৯১ বাংলা (মোতাবেক ১৯৮৪-৮৫ইং) সালের ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তবে যেসব পরিবারের মোট কৃষি জমির পরিমাণ এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই উহাদের ক্ষেত্রে তহশিল এলাকার ভিতর পরিবারের মোট জমির পরিমাণকে স্ল্যাব ধরিয়া পরিবারের কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য এবং খতিয়ান/হোল্ডিং এর জমির পরিমাণানুসারে আনুপাতিকভাবে উহা আদায় করা যাইবে। অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর ১৯৮২ সনের ১৫ নং অধ্যাদেশ মোতাবেক প্রবর্তিত হার অনুসারেই আদায় করিতে হইবে।

অতএব, ১৩৯১ বাংলা (মোতাবেক ১৯৮৪-৮৫ইং) সালের ভূমি উন্নয়ন করের বাৎসরিক দাবীর পরিমাণ আগামী ৩১-১২-৮৪ইং তারিখের মধ্যে নির্ধারণ করিয়া যথারীতি উহা আদায় করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বাৎসরিক দাবীর পরিমাণের ভিত্তিতে মাসিক আদায়ের অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে নিয়মিতভাবে পরিবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় এবং ভূমি প্রশাসন বোর্ডে পাঠাইতেও অনুরোধ করা হইল।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব।

স্মারক নং ৩৪/১(৭২)-পিসি/ষ্ট্যাট-৯/৮৪ তারিখ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ইং।
অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ
১। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, ...।
৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।
৪। ভূমি সংস্কার কমিশনার/উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, অত্র মন্ত্রণালয়।
৫। অতিক্তি জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ...।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কপি সংযুক্ত করিয়া পাঠান হইল (দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ উপজেলা রাজস্ব কর্মকর্তা)।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-কোষ (পরিসংখ্যান শাখা)।

স্মারক নং ৩৯(৬১)-পিসি/ষ্ট্যাট-১২/৮৩, তারিখ ঢাকা, ১২-১১-৮৪ইং

প্রেরক ঃ আব্দুল বারী তরফদার, উপ-সচিব।
প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক, ...।

বিষয় ঃ সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত নহে এমন জমির ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় প্রসংগে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া উপরোক্ত বিষয়ে জানাইতেছে যে, কোন দাগের অন্তর্গত জমির কিয়দাংশ কৃষি কাজে এবং কিয়দাংশ অকৃষি কাজে (শিল্প/বাণিজ্য, আবাসিক অথবা অন্য কাজে) ব্যবহৃত হইলে উক্ত দাগের ভূমি উন্নয়ন কর জমির ব্যবহার অনুসারে বিভিন্ন হারে নির্ধারিত হইবে। আংশিক শিল্প/বাণিজ্য কাজে ব্যবহৃত দাগের জন্য ভূমি উন্নয়ন কর শিল্প/বাণিজ্যিক হারে আরোপিত হইবে না। যে পরিমাণ অংশ শিল্প/বাণিজ্য কাজে ব্যবহৃত হইবে শুধু উহার উপরই উক্ত হারে আরোপিত হইবে। অবশিষ্ট জমির যতটুকু যে কাজে ব্যবহৃত হইবে তদনুযায়ী উহার ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য হইবে।

শিল্প/বাণিজ্য/আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া অধিগ্রহণকৃত/বরাদ্দকৃত জমির ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশ কার্যকারী হইবে না। উহাদের ভূমি উন্নয়ন কর অত্র মন্ত্রণালয়ের ১১-৭-৮৩ইং তারিখের স্মারক নং ২০(৬৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-১২/৮৩ অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

এই নির্দেশ অনতিবিলম্বে কার্যকর হইবে।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব,
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং ৩৯/১(৭৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-১২/৮৩, তারিখঃ ঢাকা, ১২-১১-৮৪ইং
অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ
১। ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড।
৩। বিভাগীয় কমিশনার.....বিভাগ.....।
৪। ভূমি সংস্কার কমিশনার/উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, অত্র মন্ত্রণালয়।
৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ...।
৬। শাখা প্রধান ৩/৭, অত্র মন্ত্রণালয়।

স্বা/- গোপাল চন্দ্র সেন
পরিসংখ্যানবিদ
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-কোষ (পরিসংখ্যান শাখা)।

স্মারক নং ২২(৬৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-৯/৮৫, তারিখ ১২/৩/৮৫ইং।

প্রেরক ঃ আবদুল বারী তরফদার,
উপ-সচিব।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।

বিষয় ঃ সরকারী দপ্তর/পরিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিক সংস্থা ও স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় প্রসংগে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছেন যে, সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৫/৯/৮৬ইং তারিখে জারীকৃত ৭(৬৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-৯-৮৫ নং স্মারকে প্রদত্ত নির্দেশ আংশিক সংশোধন করিয়াছেন। উক্ত স্মারকে সরকারী দপ্তর/পরিদপ্তরের নিকট হইতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় আপাততঃ স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এখন সরকারী দপ্তর/পরিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সকলের নিকট হইতেই জমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করিতে হইবে।

অতএব, উপরের নির্দেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট হইতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব।
ফোন ঃ ৪১৫৭২৬

নং/১(১২)পিসি/ষ্ট্যাট-৯/৮৫ তারিখ ঃ.....

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ-

১। সচিব, অর্থ বিভাগ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ঢাকা।
৩। মহা পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর, তেজগাঁও ঢাকা।
৪। কমিশনার.....বিভাগ.....।
৫। ভূমি সংস্কার কমিশনার/উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার.....।

স্বা/- গোপাল চন্দ্র সেন
পরিসংখ্যানবিদ,
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-কোষ (পরিসংখ্যান শাখা)।

স্মারক নং ৫৪(৬৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-১২/৮৩, তারিখ ঃ ঢাকা ২৬/৬/৮৫ইং।

প্রেরক ঃ আব্দুল বারী তরফদার,
উপ-সচিব।
প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।

বিষয় ঃ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ১৩৯১ বাংলা সাল পর্যন্ত ভূমি করের (ভূমি উন্নয়ন কর) সুদ মওকুফ প্রসংগে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের সুদ মওকুফ প্রসংগে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের ২৬/৯/৮৪ইং তারিখের স্মারক নং ৩৫(৬৯)-পিসি/স্ট্যাট-১২/৮৩ এর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং জানাইতেছে যে সরকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ১৩৯৯ বাংলা সাল পর্যন্ত সমুদয় ভূমি করের (বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন কর) সুদ মওকুফ করিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। যাহারা আগামী ৩০শে জুন '৮৫ইং (১৫ আষাঢ় ১৩৯২ বাংলা) তারিখের মধ্যে ১৩৯১ বাংলা সাল পর্যন্ত সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করিবেন তাহাদের নিকট হইতে কোন সুদ নেওয়া হইবে না।

২। এই সুদ মওকুফ সুবিধা মসজিদ ও অপর সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।
৩। এই আদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে জারী করা হইল।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানর ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত এই সুদ মওকুফ সুবিধার কথা বহুল সম্প্রচারের ব্যবস্থা করিতে এবং তদনুযায়ী সমুদয় বকেয়া ভূমি কর আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইতে অনুরোধ করা যাতেছে।

স্বা/- (আব্দুল বারী তরফদার)
উপ-সচিব।

স্মারক নং-৫৪/১ (১৪)পিসি/স্ট্যাট-১২/৮৪ তারিখ ঃ ঢাকা, ২৬/৬/১৯৯৬ ইং।

অবগতিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ-
১। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। কমিশনার..... বিভাগ।
৪। ভূমি সংস্কার কমিশনার/উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।
৫। মহা-পরিচালক, ইলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলদেশ, ঢাকা।
৬। প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।
৭। তথ্য অফিসার, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(গোপাল চন্দ্র সেন)
পরিসংখ্যানবিদ
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়

গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন বোর্ড
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং এস, এ-১৭/৮৪(১২৮)/৮১-বি, এল, এ, তারিখ ঢাকা, ২৯-৬-৮৫ ইং।

জেলা প্রশাসক.....।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ...।

বিষয় ঃ ৩ নং রিটার্ন (ডিমান্ড প্রস্তুতিকরণ) তৈয়ার প্রসংগে।

জি ই ম্যানুয়ালের ৩৬ নং বিধি মেতাবেক কোন আর্থিক বৎসরের ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের কাজ শেষ হওয়ার সংগে সংগে পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য দাবী নির্ণয় করা প্রয়োজন।

এতদুদ্দেশ্যে আগামী জুলাই '৮৫ মাসের প্রথম হইতেই এই বিষয়ে যথাযথ মনোনিবেশপূর্বক তহশিলদারগণ যাহাতে নিজ নিজ তহশিলের ২ নং রেজিষ্টার (তলব বাকী) মোতাবেক ৩নং রিটার্ন তৈয়ার করেন এবং আগামী আর্থিক বছরের আদায়ের জন্য প্রকৃত দাবী নির্ণয় করেন, সেজন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে। এ প্রসংগে আরও উল্লেখ্য, যাহাতে আগামী জুলাই ও আগষ্ট মাসের মধ্যে এই কাজ নিষ্পন্ন করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সমাপ্তি প্রতিবেদন পেশ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বা/- শামসুদ-দীন আহমদ
সচিব.
ভূমি প্রশাসন বোর্ড।

স্মারক নং এস, এ,-১৭/(৮৪)/১(৬)/৮১-বি,এল, এ, তারিখ ২৯-৬-৮৫ইং।

সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ

১। সচিব, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড।
৩। মেম্বার, ১/২, ভূমি প্রশাসন বোর্ড।
৪। বিভাগীয় কমিশনার.....।
৫। সহকারী সচিব, প্রশাসন/রেগু, ভুমি প্রশাসন বোর্ড।]
৬। শাখা প্রধান....., ভূমি প্রশাসন বোর্ড।

স্বা/- মোঃ আবুল বাশার খান
সহকারী সচিব,
ভূমি প্রশাসন বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা কোষ (পরিসংখ্যান শাখা)।

স্মারক নং ৬৩(৬৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-১৫/৮৫, তারিখ ঢাকা, ২০-৭-৮৫ইং

প্রেরক ঃ আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব।

প্রাপ ঃ জেলা প্রশাসক,----------।

বিষয় ঃ পুনঃনির্ধারিত হারে অকৃষি জমি ও চা বাগানের আওতাধীন জমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায় প্রসংগে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, সরকার অকৃষি জমি ও চা বাগানের আওতাধীন জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার পুনঃনির্ধারণ করিয়াছেন এবং এই হার ১৩৯২ বাংলা সালের ১লা বৈশাখ তথা ১৯৮৫ ইং হইতে কার্যকর করা হইয়াছে। করের হার নিম্নে উল্লেখিত হইলঃ

২। অকৃষি ভূমি উন্নয়ন করের হার।

থানা/উপজেলা/পৌরসভা এলাকার নাম	ব্যবহার অনুসারে এলাকাভুক্ত প্রতি শতাংশ অকৃষি জমির পুনঃনির্ধারিত করের হার(টাকা)	
	শিল্প/বাণিজ্য কাজে ব্যবহৃত জমির করের হার(টাকা)	আবাসিক অথবা অন্য কাজে ব্যবহৃত জমির করের হার (টাকা)
১	২	৩
১। (ক) ঢাকার কোতয়ালী, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, রমনা, ধানমন্ডি, তেজগাঁও, ক্যান্টনমেন্ট, ডেমরা, মতিঝিল, গুলশান, কেরানীগঞ্জ, জয়দেবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বন্দর, ফতুল্লা, সিদ্ধিরগঞ্জ ও লালবাগ থানা/উপজেলা এলাকা। (খ)চট্টগ্রামের কোতয়ালী, পাঁচলাইশ, ডবলমুরিং, সীতাকুন্ড, বন্দর, হাটহাজারী ও রাংগুনিয়া থানা/উপজেলা এলাকা। (গ) খুলনার কোতয়ালী, দৌলতপুর ও ফুলতলা থানা/উপজেলা এলাকা।	১০০.০০ (একশত টাকা)	২০.০০ (বিশ টাকা)
২। পুরাতন জেলা সদরের পৌরসভা এলাকা	২০.০০(বিশ টাকা)	৬.০০(ছয় টাকা)
৩। উপরে উল্লেখিত থানা / উপজেলা / পৌরসভা বহির্ভূত অন্য যে কোন এলাকা।	১৫.০০(পনের টাকা)	৫.০০(পাঁচ টাকা)

৩। চা বাগানের অধীন জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার শতাংশ প্রতি ১.১০ টাকা (এক টাকা দশ পয়সা) ধার্য করা হইয়াছে।

অকৃষি জমি ও চা বাগানের অধীন জমির ভূমি উন্নয়ন করের পুনঃনির্ধারিত হার জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রচারের এবং পুনঃনির্ধারিত হার অনুসারে কর আদায়ের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব।

স্মারক নং ৬৩/১(৭৬)-পিসি/ষ্ট্যাট-১৫/৮৫, তারিখ ঢাকা, ২৯-৭-৮৫ইং।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইলঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড।

২। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর, তেজগাঁও , ঢাকা।

৩। কমিশনার,----------বিভাগ----------।

৪। ভূমি সংস্কার কমিশনার/উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার।

৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), ...।

৬। অন্য অফিসার, অত্র মন্ত্রণালয়।

স্বা/- গোপাল চন্দ্র সেন
পরিসংখ্যানবিদ,
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার
মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা কোষ (পরিসংখ্যান শাখা)।

স্মারক নং ১২-পিসি/ষ্ট্যাট-১২/৮৩, তারিখ ঢাকা ১৬-২-১৯৮৬ইং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক, নরসিংদী।

বিষয় ঃ পল্লী এলাকায় আবাসিক কাজে ও শিল্প/বাণিজ্য কাজে ব্যবহৃত জমির "ভূমি উন্নয়ন কর" আদায় প্রসংগে ব্যাখ্যা।

ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের ২৯-৭-৮৫ইং তারিখের স্মারক নং ৬৩(৬৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-১৫/৮৫ এর সূত্র ধরিয়া উপরোক্ত বিষয়ে ২৮-৯-৮৫ইং তারিখে লিখিত তাহার অফিসের স্মারক নং এন, এস, ভি-রেভ/৪-৭৮/৮৪-১৮৭২ এর প্রত্যুত্তরে ব্যাখ্যা প্রসংগে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, পল্লী এলাকায় বসবাসকারী সকল পরিবারকে কৃষক পরিবার ধরা যাইতে পারে এবং তৎকারণে তাহাদের বসতবাড়ীকে কৃষি জমি হিসাবে গণ্য করিয়া কৃষি জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হার অনুসারে ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য ও আদায় করা যাইবে; তবে পল্লী এলাকায় শিল্প/বাণিজ্য কাজে ব্যবহৃত জমির জন্য ভূমি উন্নয়ন কর শতাংশ ১৫.০০(পনর) টাকা করিয়াই ধার্য হইবে।

পৌর এলাকায় নয় এমন নূতন জেলা সদর বা উপজেলা হেড-কোয়ার্টারে কোন পরিবার যদি তাহার ঘর/বাড়ী ভাড়া খাটান তাহা হইলে সেই পরিবারের বসত বাড়ীকে অকৃষি জমি ধরিয়া শতাংশ প্রতি ৫.০০(পাঁচ) টাকা হারে উহার ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য হইবে।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব।

স্মারক নং ১২/১(৭৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-১২/৮৩, তারিখ ঢাকা, ১৬-২-১৯৮৬ইং।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইলঃ
১। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। ভূমি সংস্কার কমিশনার/উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার।
৪। কমিশনার----------বিভাগ,----------।
৫। জেলা প্রশাসক,----------।

স্বা/- গোপাল চন্দ্র সেন
পরিসংখ্যানবিদ,
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন বোর্ড
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং এ,এস, ১৭/৮৪/৯-বি, এল, এ, তারিখ ১৭-০৩-১৯৮৬ইং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক----------।

বিষয় ঃ সরকারী দপ্তর/পরিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় প্রসংগে।

"স্মারক নং ২২(৬৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-৯/৮৫, তারিখ ১২-৩-৮৬ ইং সূত্রে উল্লেখিত স্মারকের ধারাবাহিকতায় নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, সরকার অত্র মন্ত্রণালয়ের ২৫-৯-৮৬ইং তারিখে জারীকৃত ৭৬(৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-৯/৮৫ নং স্মারকে প্রদত্ত নির্দেশ আংশিক সংশোধন করিয়াছেন। উক্ত স্মারকে সরকারী দপ্তর/পরিদপ্তরের নিকট হইতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় আপাততঃ স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এখন সরকারী দপ্তর/পরিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সকলের নিকট হইতে জমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করিতে হইবে।

অতএব, উপরের নির্দেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট হইতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব,
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্ত উপরোক্ত নির্দেশ সংশ্লিষ্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হইল।

স্মারক নং এ, এস, ১৭/৮৪/১(৭৪)-বি, এল, তারিখ ১৭-০৩-১৯৮৬ইং।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)----------
২। শাখা প্রধান----------ভূমি প্রশাসন বোর্ড।

স্বা/- মোঃ আব্দুল বাসার খান
সহকারী সচিব,
ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৬১(১৩২)-পি,সি/ষ্ট্যাট-১২/৮৫ তারিখঃ১৩/৪/৮৬ইং।

প্রাপক ঃ ১। কমিশনার,----------বিভাগ।
২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।
৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, (রাজস্ব)----------।

বিষয় ঃ **১৩৯২ বাংলা সালের ভূমি উন্নয়ন করের হাল দাবী পরিশোধের সময়সীমা বর্ধিতকরণ ও সুদ মওকুফ প্রসংগে।**

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, সরকার ১৩৯২ বাংলা সালের ভূমি উন্নয়ন করের হাল দাবী পরিশোধের সময়সীমা আগামী ১৫ই আষাঢ়, ১৩৯৩ বাংলা (৩০/৬/৮৬ইং) পর্যন্ত বর্ধিত করিয়াছেন। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ১৩৯২ বাংলা সালের ভূমি উন্নয়ন করের হাল দাবী পরিশোধ করিলে উহার কোন সুদ প্রদান করিতে হইবে না। উক্ত সুদ মওকুফ সুবিধা শুধুমাত্র ১৩৯২ বাংলা সালের হাল দাবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে। তৎপূর্ববর্তী বৎসরের বকেয়া দাবীর ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ হইবে না।

২। সরকার প্রদত্ত এই সুবিধার কথা বহুল সম্প্রচারের ব্যবস্থা করিতে এবং আদায় কাজে নিয়োজিত সকলকে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বা/- (জগন্নাথ দে)
উপ-সচিব।

স্মারক নং-৬১/১(৬৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-১২/৮৫ তারিখঃ ১৩/৪/৮৬ইং।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইলঃ-

১। আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসন,----------অঞ্চল। উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক--------।
২। মহাহিসাব রক্ষক (বেসামরিক), বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড।
৪। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫। ভূমি সংস্কার কমিশনার----------অত্র মন্ত্রণালয়।
৬। তথ্য অফিসার, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।
৭। সহকারী সচিব, শাখা নং....., অত্র মন্ত্রণালয়।
৮। হিসাব নিয়ন্ত্রক(রাজস্ব), ঢাকা।

স্বা/- (জগন্নাদ দে)
উপ-সচিব
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা কোষ (পরিসংখ্যান শাখা)।

নং-৩২(৬৪)-পিসি/ষ্ট্যাট-৫/৮৩, তারিখঃ ঢাকা, ১৩-৫-১৯৮৬ইং।

প্রেরক ঃ আব্দুল বারী তরফদার,
উপ-সচিব।
প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক----------।

বিষয় ঃ পুনঃনির্ধারিত হারে অকৃষি জমি ও চা বাগানের আওতাধীন জমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায় প্রসংগে।

উপরোক্ত বিষয়ে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের ২৯/৭/৮৫ইং তারিখের স্মারক নং-৬৩/(৬৪)-পিসি/স্ট্যাট-১৫/৮৫, এর সূত্র উল্লেখপূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে চা বাগানের অধীন কৃষি জমির ন্যায় ১০০ বিঘার অধিক কফি, রাবার, ফলের বাগান ও চিনি কলের অধীন ইক্ষু চাষের জন্য ব্যবহৃত সম্পূর্ণ কৃষি জমির "ভূমি উন্নয়ন করের হার" পুনঃনির্ধারণ করিয়া ১লা বৈশাখ ১৩৯২ বাংলা(১৪/৪/১৯৮৫ ইং) হইতে শতাংশ প্রতি ১.১০টাকা(এক টাকা দশ পয়সা) ধার্য করা হইয়াছে।

অতএব, ভূমি উন্নয়ন করের উল্লেখিত হার সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিতে এবং তদনুযায়ী কর আদায়ের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বা/- (আব্দুল বারী তরফদার)
উপ-সচিব।

নং-৩২/১(৭৯)-পিসি/স্ট্যাট-৫/৮৩, তারিখঃ ঢাকা, ১৩/৫/৮৬ইং।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইলঃ-

১। সচিব, অর্থ বিভাগ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ঢাকা।
৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। কমিশনার,----------বিভাগ।
৫। ভূমি সংস্কার কমিশনার/উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার।
৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), ঝিনাইদহ।
৭। তথ্য অফিসার।
৮। শিলা মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, ঢাকা।

স্বা/- (গোপাল চন্দ্র সেন)
পরিসংখ্যানবিদ।
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-এ, এস,-১৭/৮৪/৫০(১২৮)-বি, এল, এ তারিখঃ ২২/৯/৮৬ইং।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।

বিষয়ঃ ভূমি উন্নয়ন কর অনাদায়ে সার্টিফিকেট দায়ের, জমি নিলাম বিক্রি ও রেকর্ড হালকরণ বিষয়ে নির্দেশাবলী।

সূত্র ঃ অত্র বোর্ডের স্মারক নং-এস,এস-১৭/৮৪-বি, এল, এ, তারিখঃ ১/৮/৮৫ইং।

উপরোক্ত সূত্রের বরাতে প্রতিটি তহশিল হইতে সার্টিফিকেট দায়ের না থাকিলে জমি বিক্রি ও রেকর্ড হালকরণ বিষয়ে সর্ব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু জুন/১৯৮৬ বিবরণে পরিলক্ষিত হয় যে, আপনার, জেলায় এখনও ২৩,৬৯৬টি কেস অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং ৪,৩৯,৮৮৪/-টাকা অনাদায়ী আছে।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা গেলঃ

(ক) প্রত্যেক তহশিলে মৌজাওয়ারী বকেয়া করের জন্য সার্টিফিকেট দায়ের করিয়া ৯নং রেজিষ্টারমুক্ত করতঃ উপজেলা রাজস্ব অফিসে রক্ষিত ১০ নং রেজিষ্টারভুক্ত করিতে হইবে যাহাতে কোন বকেয়া করের জন্য সার্টিফিকেট বাদ পড়িয়া না যায়। উপজেলা রাজস্ব অফিসার ইহার নিশ্চয়তা বিধান করিয়া প্রতিবেদন জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(খ) যে সমস্ত সার্টিফিকেট এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং যাহা নূতনভাবে দায়ের করা হইয়াছে তাহার আশু নিষ্পত্তির ব্যাপারে উপজেলা রাজস্ব-কাম সার্টিফিকেট অফিসার যাহাতে দ্রুততম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

(গ) সার্টিফিকেট দায়ের করা অর্থ্যাৎ তহশিলদার যাহাতে জমির সঠিক ও পূর্ণ বিবরণ, জমির পরিমাণ, যথার্থ দায়িকের নাম, ঠিকানা, জমিতে হিস্যা ও বকেয়া করের বিবরণ সঠিকভাবে উল্লেখ করেন তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ঘ) সার্টিফিকেট অফিসারগণ এই বিষয়ে অধিক তৎপর হইবেন এবং তহশিল অফিস ও তাহার নিজ অফিসের সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারগুলি যাহাতে নিয়মিতভাবে সংরক্ষিত হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

(ঙ) ৭ (সাত) ধারায় নোটিশ, নিলাম বিক্রী নোটিশ ও ঘোষণাপত্র যাহাতে সঠিকভাবে জারী হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ও নির্ধারিত তারিখে যাহাতে সার্টিফিকেট কেসগুলি নিষ্পন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(চ) সার্টিফিকেট অফিসার সার্টিফিকেট নিলাম খরিদ করার পর সময়মত বয়নামা ও দখল প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করিবেন।

(ছ) সার্টিফিকেট মোতাবেক রেকর্ড সংযোজন করতঃ নামজারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বকেয়া ও হাল কর আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

উপজেলা রাজস্ব অফিস ও তহশিল অফিস পরিদর্শনকালে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত বিষয়গুলি যথাযথভাবে চালিত হয় কি-না তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

স্বা/- সামসুদ-দীন আহম্মেদ
সচিব
ভূমি প্রশাসন বোর্ড।

স্মারক নং-১৫৬৫(৮৮) এস, এ/টি তারিখঃ ২১-১০-৮৬ইং।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রেরিত হইলঃ-

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----------।
২। উপজেলা রাজস্ব অফিসার, --------।
৩। তহশিলদার ----------তহশিল।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
কিশোরগঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

নং ভূঃমঃশা-৩-৬৯.৮৭.৯২, তারিখ ঃ ১০৫-১৩৯৪ বাং
২৭-৮-১৯৮৭ইং

প্রেরক ঃ এম, মোকাম্মেল হক,
সচিব।
প্রাপক ঃ কালেক্টর/জেলা প্রশাসক, ... জেলা।

বিষয় ঃ ১৯৮৭ সনের অর্থ আইনের বিধানমতে কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর পুনঃনির্ধারণ ও আদায় প্রসংগে।

১৩৯৪ বাংলা সনের ১লা বৈশাখ থেকে কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য ও আদায়ের জন্য ১৯৮৭ সনের অর্থ আইন মোতাবেক যে বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। এ প্রসংগে অর্থ আইন ১৯৮৭-এর মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ, ১৯৭৬-এর আনীত সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হলোঃ-

"(a) If total agricultural land held by the family or body-

(i) Does not exceed 2.00 acres.	Three poisha per decimal, subject to a minimum, of one take;
(ii) Exceeds 2.00 acres, but does not exceed 5.00 acres	Thirty poisha per decimal;
(iii) Exceeds 5.00 acres, but does not exceed 10.00 acres	Fifty poisha per decimal;
(iv) Exceeds 10.00 acres	Two taka per decimal".

(খ) বিদ্যমান Sub-section (3A) Sub-section (3B) রূপে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে এবং অনুরূপ পুনঃসংখ্যায়িত Sub-section(3B) এর পূর্বে নিম্নরূপ Sub-section(3A) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(3A) For the purpose of sub-section(i)(a), the total land held by a family or body in each Upazila shall be taken separately and the land development tax shall be assessed thereon, as if it were the total land held by the family or body"

(২) Section 3B-এর Sub-section (I) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Sub-section (I) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"(i) The head of every family or body shall submit to the Upazila Revenue Officer, in such form and manner as may be prescribed and within such time as may be specified by such Officer, a statement of all land held by such family or body in that Upazila, indicating therein the amount and nature of such land, on the first day of the year to which the statement relates,"

২। ১৯৭৬ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ যা ১৯৮২ সনের ১৫ নং অধ্যাদেশ বলে সংশোধন করা হয়েছিল তা ১৯৮৭ সনের অর্থ বিলের বিধানমতে পুনরায় সংশোধিত হবার ফলে কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার পূর্বের ৬ ধাপের স্থলে নিম্নলিখিত ৪ ধাপ অনুযায়ী নির্ধারণ ও আদায় করতে হবেঃ

ধাপের ক্রমিক	জমির পরিমাণ	করের হার
১ম.	০১ একর থেকে ২.০০ একর পর্যন্ত	প্রতি শতাংশ .০৩ টাকা হারে সর্বনিম্ন এক টাকা
২য়	২.০১ একর থেকে ৫.০০ একর পর্যন্ত	প্রতি শতাংশ ০.৩০ টাকা হারে
৩য়	৫.০১একর থেকে ১০.০০ একর পর্যন্ত	প্রতি শতাংশ ০.৫০ টাকা হারে
৪র্থ	১০.০০ একরের উর্ধ্বে	প্রতি শতাংশ ২.০০(দুই) টাকা হারে

৩। উপরোক্ত নিয়মে কর নির্ধারণে দুই একর পর্যন্ত জমির মালিকগণের ক্ষেত্রে কর ধার্য ও আদায় সম্পর্কে কোন অসুবিধা নেই, যেহেতু করের হার অপরিবর্তিত আছে।

৪। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, সাবেক ৬ ধাপের অন্তর্ভূক্ত ১ম,২য়,ও ৩য় ধাপের জমির পরিমাণ (যথাঃ(ক) .০১ থেকে ২.০০একর, (খ) ২.০১ থেকে ৫.০০ একর এবং (গ) ৫.০১ একর থেকে ১০.০০ একর) অপরিবর্তিত থাকায় বর্তমান ৪ ধাপবিশিষ্ট কর পদ্ধতির ১ম.২য়, ও ৩য় ধাপের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ১ম ধাপ ব্যতীত ২য় ও ৩য় ধাপের জন্য করের হার পরিবর্তন করা হয়েছে। সাবেক ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ধাপ সমন্বিত করে বর্তমানে একটি মাত্র অর্থাৎ চতুর্থ ধাপের আওতায় আনা হয়েছে এবং প্রতি শতাংশের জন্য ২.০০ টাকা হারে কর পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

৫। সঠিক কর নিরূপণের জন্য প্রত্যেক জমির মালিক পরিবার/সংস্থা প্রধান থেকে জমির বিবরণী দাখিল করার বিধান আইন রয়েছে। যেহেতু বিবরণী দাখিল আদেশ সরকারী নির্দেশে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে, সেহেতু এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কর নিরূপণ ও আদায় কাজ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতি ও নির্দেশ জারী করা হলো।

৬। তহশিলদার/সহকারী তহশিলদারগণ প্রত্যেক মালিক পরিবার/সংস্থার জন্য প্রথমে মৌজাওয়ারী ও পরে তহশিলওয়ারী একটি কৃষি জমির সাময়িক কর নির্ধারণী তালিকা প্রণয়ন করবেন। এই তালিকা প্রণয়নের জন্য তহশিল অফিসে রক্ষিত ১ ও ২ নং রেজিষ্টার, পি, ও ৯৬/৭২ এবং পি, ও ৯৮ মোতাবেক ইতিপূর্বে দাখিলকৃত জমির বিবরণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করবেন। উপরোক্ত রেজিষ্টার, বিবরণ ও কাগজপত্রের ভিত্তিতে তহশিলদারগণ প্রথমে মৌজার পরিবার/সংস্থার মোট জমির পরিমাণ ও বিবরণ তৈরী করে ২নং রেজিষ্টারে নিজ বাসস্থান/মৌজা সংক্রান্ত তার নামীয়

হোল্ডিং এর মন্তব্য কলামে লিপিবদ্ধ করবেন। এই কাজ আগামী ৩০শে ভাদ্র, ১৩৯৪ বাংলা মোতাবেক ১৭-৯-১৯৮৭ইং তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এইভাবে মৌজাওয়ারী মালিক পরিবার/সংস্থার জমির বিবরণ প্রণীত হওয়ার পর তহশিলদারগণ ঐ জমির বিবরণগুলি নিরীক্ষা ও তুলনামূলক পর্যালোচনা করে একটি তহশিলওয়ারী তালিকা পৃথকভাবে তৈরী করবেন। এই তহশিলওয়ারী জমির তালিকার দুইটি কপি প্রণয়ন করে একটি তহশিল অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে এবং একটি কপি উপজেলা রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট পাঠাতে হবে। এই কাজ আগামী ৩১শে আশ্বিন ১৩৯৪ বাংলা মোতাবেক ১৮-১০-১৯৮৭ইং তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। মৌজাওয়ারী ও তহশিলওয়ারী তালিকা প্রণয়নের কাজ উপজেলা কানুনগো তদারকি করবেন এবং অন্ততঃ ২৫ % তালিকা নিরীক্ষা করে সত্যতা যাচাই করবেন।

৭। উপজেলাধীন সকল তহশিল অফিস থেকে তহশিলওয়ারী মালিক পরিবার/সংস্থার জমির তালিকা পাওয়ার পর উপজেলা কানুনগো ঐ জমির বিবরণগুলি নিরীক্ষা এবং তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখবেন এবং ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৯৪ বাংলা মোতাবেক ২রা নভেম্বর, ১৯৮৭ ইং তারিখের মধ্যে একটি উপজেলাওয়ারী মালিক, পরিবার/সংস্থা জমির তালিকা প্রণয়ন করবেন। উপজেলা রাজস্ব অফিসার ইহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রত্যেক মালিক পরিবার/সংস্থার মোট জমির পরিমাণ ঐ ভিত্তিতে প্রযোজ্য করের ধাপ নির্ধারণ করে ভূমি উন্নয়ন কর বিধি (১৯৭৬-এর ৬ বিধি) অনুসারে প্রাথমিক দাবীর বিবরণী Perliminary Assessment Roll ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৯৪ মোতাবেক ১৭ই নভেম্বর, ১৯৮৭ ইং তারিখের মধ্যে প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। ৭নং বিধি মোতাবেক কোন আপত্তি বা আপীল থাকলে উহা যথারীতি নিষ্পত্তির পর ৯নং বিধি মোতাবেক চূড়ান্ত দাবীর বিবরণী Final Assessment Roll প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। চূড়ান্ত দাবীর বিবরণীর একটি কপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। চূড়ান্ত দাবীর বিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ প্রত্যেক তহশিল অফিসে সংরক্ষণ ও কর আদায়ের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

৮। প্রাথমিক দাবীর বিবরণী প্রকাশের পর উহা চূড়ান্ত হওয়া সাপেক্ষে ঐ ভিত্তিতে কর আদায় করা হবে এবং কেহ এই ভিত্তিতে কর প্রদান করতে চাইলে তা অবশ্যই নিতে হবে। চূড়ান্ত দাবী প্রণয়ন বা প্রকাশে বিলম্ব হলে শুধুমাত্র এ কারণে কর আদায় কাজ স্থগিত বা শিথিল করা যাবে না। চূড়ান্ত দাবীর বিবরণী প্রকাশের পর পূর্বে আদায়কৃত কর সমন্বয় করে চূড়ান্ত দাখিলা দিতে হবে।

৯। যে সমস্ত খতিয়ানে একাধিক মালিক পরিবার সংস্থার নাম রেকর্ডভুক্ত আছে এবং তা'দের প্রত্যেকের অংশ বর্ণিত আছে, সে ক্ষেত্রে তাদের জমির পরিমাণ বর্ণিত অংশ অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে। যেসব খতিয়ানে মালিকের অংশ পৃথকভাবে দেখানো হয়নি, সেক্ষেত্রে যদি আপোষ বাটোয়ারা বা দেওয়ানী আদালতের বাটোয়ারা ডিক্রি না থাকে, তবে প্রত্যেক শরীকের জমি তুল্যাংশে হিসাব করে নির্ধারণ করতে হবে।

১০। তহশিলদার কর্তৃক তালিকা তৈরী করার সময় প্রত্যেক মৌজায় যে যে পরিবারে ২.০০ একরের উর্ধে জমি নাই তাও জানা যাবে। প্রয়োজনবোধে তাদের ও একটি তালিকা তৈয়ার করতে হবে এবং মালিক পরিবার/সংস্থার নিজ মৌজায় হোল্ডিংয়ে "অনধিক দুই একর" কথাটি নোট রাখতে হবে।

১১। তহশিলওয়ারী তালিকা প্রণয়ন ও উপজেলার কর নির্ধারণ তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তা'র এলাকার সার্বিক তদারকির দায়িত্বে থাকবেন এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রা) তার জেলাধীন সকল উপজেলাওয়ারী কর নির্ধারণ তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজ তদারকি করবেন। কালেক্টর/জেলা প্রশাসক তা'র অধীনস্থ সকল অফিসারকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবেন।

১২। বাংলা ১৩৯৪ সনের ১লা বৈশাখ হতে এই আদেশ কার্যকরী হয়েছে বলে গণ্য হবে। সরকার আশা করেন যে এই ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্ত প্রকাশনার কাজ আগামী ১৩ই অগ্রহায়ন, ১৩৯৪ বাংলা মোতাবেক ৩০শে নভেম্বর, ১৯৮৭ ইং এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।

১৩। এই বিষয়ে প্রতি পর্যায়ের কাজের মাসিক অগ্রগতির বিবরণী কালেক্টরগণ ভূমি মন্ত্রণালয়/ভূমি প্রশাসন বোর্ড এবং বিভাগীয় কমিশনারকে প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করবেন।

স্বা/- এম, মোকাম্মেল হক
সচিব,
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং ভূঃমঃশা-৩ ৬৯/৮৭/৬৯/৯২/১(৫০০০), তারিখঃ ১০-৫-১৩৯৪বাং
২৭-৮-১৯৮৭ইং

অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অর্থ সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার----------বিভাগ।
৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব)---------(সকল)।
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার----------(সকল)।
৭। উপজেলা রাজস্ব অফিসার----------(সকল)।
৮। তহশিলদার----------(সকল)।
৯। নিয়ন্ত্রক, সরকারী মুদ্রণালয় ও প্রকাশনা বিভাগ, তেজগাঁও, ঢাকা- এই নির্দেশনামটি পরবর্তী সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বা/- জগন্নাথ দে
উপ-সচিব,
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা প্রশাসন শাখা-৪

নং-মপবি/জেপ্র-৪/২(১৮)/৮৬-৮৮/১৬

তারিখ ঃ ৭/১/১৯৮৮ইং।
২২/১/১৩৯৪বাং।

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ এর সংশোধনী প্রসংগে।

সরকার ১৯৮৭ সালের ৩৪ নং আইনের মাধ্যমে সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ এর সেকশন ৩ (৩) সংশোধন করতঃ অধুনাবিলুপ্ত মহকুমা অফিসারের স্থলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সার্টিফিকেট অফিসারের দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। এই সংশোধনী ১৯৮৭ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়া অন্য কোন অফিসারকে সার্টিফিকেট ক্ষমতা অর্পণের ক্ষেত্রে কমিশনারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ প্রয়োজন নাই। ১৯৭৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলাদেশে গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৯১৩ সালের সরকারী পাওনা আদায় আইনের সেকশন ৩ (৩) সংশোধন করিয়া পূর্বঅনুমোদনের প্রচলিত ব্যবস্থা বিলোপ করা হইয়াছে।

৩। সার্টিফিকেট অফিসার দাবীদার ব্যাংকের সহিত আলোচনা না করিয়াই ঋণের টাকা পরিশোধের কিস্তি মঞ্জুর করিতেছেন। ১৯১৩ সালের সরকারী পাওনা আদায় আইনের ৮০ (১) উপ-ধারার বিধান মোতাবেক কোন সার্টিফিকেট অফিসার পাওনাদারের সম্মতি ছাড়া একতরফাভাবে এইরূপ কিস্তি মঞ্জুর করিতে পারেন না। কিস্তি মঞ্জুর করার পূর্বে সার্টিফিকেট অফিসারগণ অবশ্যই পাওনাদার/ব্যাংকের সম্মতি গ্রহণ করিবেন।

৪। এমতাবস্থায় বিধি মোতাবেক সার্টিফিকেট ক্ষমতা অর্পণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

স্বা/- (মুহম্মদ আবু তাহের খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিতরণ ঃ

কার্যার্থে ঃ
১। জেলা প্রশাসক (সকল)।
জ্ঞাতার্থে ঃ
১ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং ১৫

পরিপত্র

নং ভূঃ মঃ ১৫-৯১/৮৮/৪৩১ তারিখ ঃ ১২-৫-১৯৮৮ইং
২৯-১-১৩৯৫ বাং

বিষয় ঃ এজমালী জোতের সহ-অংশীদারগণের নিকট হইতে স্ব স্ব অংশের ভূমি উন্নয়ন কর আদায় প্রসংগে।

সূত্র ঃ তদানীন্তন বোর্ড অব রেভিনিউ হইতে পরিপত্র নং ৯৬০ (১৭)-----৭১/৬৭-এস,এ তারিখ ৭-৪-১৯৬৯ইং।

এই মর্মে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে যে, ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ক্ষেত্রে এজমালী জোতের সহ-অংশীদারগণের নিকট হইতে তাঁহাদের নিজ নিজ অংশের ভূমি উন্নয়ন কর ও সার্টিফিকেট দাবী কোন কোন তহশিল অফিস কর্তৃক গ্রহণ করা হয় না। ইহা তদানীন্তন বোর্ড অব রেভিনিউ হইতে জারীকৃত পরিপত্র নং ৯৬০(১৭)-----৭১/৬৭-এস, এ তারিখ ৭-৪-১৯৬৯ইং এর নির্দেশের বরখেলাপ।

২। ভূমি মলিকগণের সুবিধার্থে এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নির্দেশাবলী জারী করিতেছেন ঃ-

(ক) এজমালী জোতের সহ-অংশীদারের নিকট হইতে তাঁহার অংশের ভূমি উন্নয়ন কর এবং সার্টিফিকেট দাবী (অংশীদারের নিকট হইতে দাবীর সাকুল্য টাকা) আদায় করা যাইবে। জোতে তাঁহার অংশের জমির পরিমাণ ও আদায়যোগ্য ভূমি উন্নয়ন করের সঠিক পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া আদায়কৃত টাকার জন্য রসিদ প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ আদায় অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ২ নং রেজিষ্টারীতে লিপিবদ্ধ করিয়া যথাযথ ওয়াশীল বা আদায় বিবরণী নোট করিতে হইবে।

(খ) রুজুকৃত সার্টিফিকেট মোকদ্দমায় দাবীকৃত ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে আংশিক ভূমি উন্নয়ন কর আদায় নিশ্চিত করিতে হইবে এবং অংশীদারগণের নামের তালিকা হইতে আদায়কৃত অংশীদারের নাম ও সম্পত্তির বিবরণীর অংশ বাদ দিয়া সার্টিফিকেট মোকদ্দমার পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) সহঅংশীদারগণ নিজ নিজ আংশিক ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের পর জমা বিভাগের জন্য এস এ এ্যাক্টের ১১৭ ধারা মোতাবেক উপজেলা রাজস্ব অফিসে আবেদন পেশ করিতে পারিবেন। এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসার অবিলম্বে প্রয়োজনীয়

পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং রুজুকৃত সার্টিফিকেট মোকদ্দমা সংশোধনীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(ঘ) এইরূপ আংশিক ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পর, সার্টিফিকেট কেস রুজু করার সময় কেবলমাত্র অনাদায়ী দাবীর সঠিক বিবরণ এবং সম্পত্তির বিবরণ সার্টিফিকেট তলব এর যথাক্রম ৪র্থ এবং ৫ম কলামে লিপিবদ্ধ করিয়া সার্টিফিকেট দায়ের করিতে হইবে।

৩। আংশিক ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের সুবিধাদি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বহুল প্রচার নিশ্চিত করিতে হইবে। এই আদেশের পরেও কোন হয়রানীর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

স্বা/- (এম, মোকাম্মেল হক)
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

বিতরণঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ঢাকা
২। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/ঢাকা।
৪। কালেক্টর/জেলা প্রশাসক.....সকল (পার্বত্য জেলা ব্যতীত)।
৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব).....ঐ
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....ঐ
৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি).....ঐ
৮। উপজেলা রাজস্ব অফিসার.....ঐ
১০। তহশিলদার.....ঐ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়,
শাখা নং-৩

নং-ভূঃমঃ/শা-৩/ভূঃউঃকঃ/২৪-৮৯/১৮২৩ তারিখ ঃ ১৯/৯/৮৯ইং।
৪/৬/১৩৯৬বাং।

প্রেরক ঃ এম, মোকাম্মেল হক,
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রাপক ঃ জনাব খন্দকার মাহবুব-ই-রাব্বানী,
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

বিষয় ঃ **সরকারী দপ্তর/অধিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সংক্রান্ত।**

উপরোক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তাঁহাকে লিখিত গত ২৪/৮/৮৯ইং/৯/৫/৯৬বাং তারিখের নং ৩(১১)/৮৯-মপরি(সাধারণ)/ভূমি-৩২৪(৬০) স্মারকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানাইতেছি যে, ১৯৭৬ সালের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ ও ১৯৮২ সালের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ ও ১৯৮২ সালের উক্ত অধ্যাদেশের সংশোধনী অনুযায়ী সকল সরকারী দপ্তর/অধিদপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠান, পরিবার ব্যক্তি তাঁহাদের দখলীয় সম্পত্তির জন্য ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করিবেন। এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালের ১৫ নং অধ্যাদেশের ৩ (ক) ধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র পাবলিক কবরস্থান, শ্মশানঘাট, মসজিদ, মন্দির ও গির্জার ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করিবার বিধান রহিয়াছে। উক্ত অধ্যাদেশের এই ব্যাখ্যা আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে কোন মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের জন্য ভূমি উন্নয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নাই।

২। উল্লেখ্য যে, জেলা পর্যায়ে সারাদেশে সরকারী দপ্তর/অধিদপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর নিকট ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ দাবীর পরিমাণ সমূদয় দাবীকৃত টাকার ৫০% ভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও অধিক বলিয়া জানা যায়। এহেন পরিস্থিতি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং ইহা মোটেই অভিপ্রেত নয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জাতীয় বাজেট এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনে ভূমি উন্নয়ন করের অবদান অনস্বীকার্য। ফলে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা একান্ত অপরিহার্য।

৩। এহেন পরিস্থিতিতে তাঁহার মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক হাল-নাগাদ সমূদয় বকেয়া ভূমি কর অবিলম্বে পরিশোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

স্বা/- (এম, মোকাম্মেল হক)
সচিব,
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৮

নং ভূম/ শা-৮/ খাজব/ ৫১৫/৮৬/২১৭ (৬৪), তারিখ ঃ ১৫-৩-৯০ ইং / ১-১২-৯৬ বাং

প্রেরক ঃ সৈয়দ আসগার আলী, উপ-সচিব (৪), ভূমি মন্ত্রণালয়।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক, ----------।

বিষয় ঃ ষ্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, সুইমিং পুল এবং বিভিন্ন ক্রীড়া চত্বরের জন্য বাণিজ্যিক হারের পরিবর্তে আবাসিক হারে ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য প্রসংগে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছেন যে, সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে এখন হইতে দেশের সর্বত্র সরকারীভাবে স্থাপিত ষ্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, সুইমিং পুল এবং সরকারীভাবে চিহ্নিত জাতীয় সকল ক্রীড়া চত্বরের জন্য বাণিজ্যিক হারের পরিবর্তে আবাসিক হারে ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য করিতে হইবে।

২। সরকার আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, ক্রীড়া চত্বরের জন্য এ যাবৎ ধার্যকৃত ভূমি উন্নয়ন করের উপর প্রাপ্য সমস্ত সুদ মওকুফ করিতে হইবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকার্তাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

স্বা/- (সৈয়দ আসগর আলী)
উপ সচিব(৪)।

নং ভূম/ শা ৮/ খাজব/ ৫১৫/৮৫/২১৭/(৬৪)/১(৫৩০), তারিখ ঃ ১৫-৩-৯০ইং / ১-১২-৯৬ বাং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৩। কমিশনার, ----------।
৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ----------।
৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ----------।

স্বা/- (সৈয়দ আসগার আলী)
উপ-সচিব(৪)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৩

সার্কুলার নং ভূঃমঃ/ শা-৩/ ভূউক/ ৩৮/৯০/৪২ তারিখ ঃ ২৫/৭/৯০/ইং
৯/৪/৯৭ বাং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক / কালেক্টর ----------(সকল)

বিষয় ঃ **সর্বশেষ প্রকাশিত খতিয়ান মোতাবেক ভূমি উন্নয়ন করের দাবী প্রণয়ন ও আদায়।**

সাম্প্রতিককালে ভূমি ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন জেলার খতিয়ান মুদ্রিত, প্রকাশিত এবং বিতরণ হইয়াছে। ভূমি উন্নয়ন করের দাবী প্রণয়ন এবং তাহা আদায় এখন হইতে এই সকল খতিয়ানের ভিত্তিতে করা হইবে, পুরাতন খতিয়ানের ভিত্তিতে নহে।

স্বা/- (এ, জেড, এম, নাছিরুদ্দিন)
সচিব।

স্মারক নং- ভূঃ মঃ/ শা-৩/ ভূউক/ ৩৮/৯০/৪২/১(১১৫০) তারিখ ঃ ২৫/৭/৯০ইং
৯/৪/৯৭ বাং।

অবগতি/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইল ঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, ঢাকা।
৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। কমিশনার ----------(সকল বিভাগ)।
৫। হিসাব নিয়ন্ত্রক, অত্র মন্ত্রণালয়।
৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ----------(সকল)।
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ----------(সকল)।
৮। সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসার ---------- (সকল)।

স্বা/- (সৈয়দ আসগার আলী)
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৩

স্মারক নং ভূঃমঃ/ শাঃ-৩/ সার্টিফিকেট/১/৯১/১৩১(৬০০), তারিখ ঃ ১৮-১-১৩৯৮বাংলা।
২-৫১৯৯১ইং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক,
----------জেলা।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
----------জেলা।
সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসার,
---------- উপজেলা ---------- জেলা।

বিষয় ঃ **২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির মালিকদের নিকট হইতে ভূমি উন্নয়ন কর/ খাজনা আদায়কল্পে রুজুকৃত সার্টিফিকেট মামলা কার্যক্রম স্থগিত প্রসংগে।**

আদেশক্রমে জানান যাইতেছে যে, ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির মালিকদের নিকট হইতে ভূমি উন্নয়ন কর/ খাজনা আদায়কল্পে রুজুকৃত সার্টিফিকেট মামলার কার্যক্রম পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত আশু বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বা/- (সৈয়দ আসগার আলী)
উপ-সচিব।

স্মারক নং ভূঃমঃ/ শা-৩/সার্টিফিকেট/১/৯১/১৩১/(৬০০) তারিখ ঃ ১৮-১-১৩৯৮ বাং।
২-৫-১৯৯১ইং

জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ
১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড/ ভূমি আপীল বোর্ড।
২। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাও, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা বিভাগ।

স্বা/- (সৈয়দ আসগার আলী)
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৩

নং ভূঃমঃ শা-৩/কর/ ৮/৯১/-১৩২(৬০০), তারিখ ঃ ৪-৫-৯১ ইং।
২০-১-৯৮ বাং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক,
---------- জেলা।
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব),
---------- জেলা।
৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি)/উপজেলা রাজস্ব অফিসার, ... উপজেলা।

বিষয় ঃ ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষকদের কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা মওকুফ প্রসঙ্গে।

আদেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে দেশের অধিকাংশ কৃষি পরিবারের আর্থিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া সরকার ২৫ (পঁচিশ) বিঘা পর্যন্ত কৃষকদের কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা ১লা বৈশাখ, ১৩৯৮ হইতে মওকুফের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

২। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত আশু বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বা/- (সৈয়দ আসগার আলী)
উপ-সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

নং ভূ-ম-শা-৩/কর/৮/৯১-১৩ ১(৬)/১, তারিখ ঃ ৪-৫-৯২খ্রীঃ / ২০-১-৯৮ বাং।

জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ
১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। কমিশনার, ... বিভাগ।

স্বা/- (সৈয়দ আসগার আলী)
উপ-সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি সংস্কার বোর্ড
শাখা নং-৩
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

নং ভূসবো/ ৩-প্রতিবেদন-১৩/৯১/২০২(৪৬৬)

তারিখ ঃ ১৬/৯/৯১ ইং
৩১/৫/৯৮ বাং।

প্রাপক ঃ সহঃ কমিশনার (ভূমি)/ উপজেলা রাজস্ব কর্মকর্তা,
---------- উপজেলা ভূমি অফিস
জেলা ----------

বিষয় ঃ সার্টিফিকেট মোকদ্দমার কার্যক্রম চালুকরণ প্রসংগে।

উপরোক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে বর্তমানে ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করে জন্য সার্টিফিকেট মোকদ্দমা বন্ধ রয়েছে। কিন্তু ১৩৯৭ বাংলা সালের বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। কাজেই অবিলম্বে অন্যান্য সার্টিফিকেট মোকদ্দমার কার্যক্রম চালু করা জন্য তাকে আদেশেক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বা/- (মোঃ আব্দুল ওয়াহাব)
সহঃ ভূমি সংস্কার কমিশনার।

নং ভূসবো/ ৩- প্রতিবেদন-১৩/৯১/২০২/১(৫)

তারিখ ঃ ১৬/৯/৯১ ইং
১১/৫/৯৮ বাং।

অনুলিপির অবগতির জন্য প্রেরিত হল ঃ
১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/খুলনা বিভাগ।
৩। তহশিলদার .....।

স্বা/- (মো ঃ আব্দুল ওয়াহাব)
সহঃ ভূমি সংস্কার কমিশনার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়,
শাখা নং-৩

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৩/ ভূউক/ ৩৮/৯০/(৬৮) তারিখ ঃ ৭/৯/৯২ ইং

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ।

বিষয় ঃ সর্বশেষ প্রকাশিত খতিয়ান মোতাবেক ভূমি উন্নয়ন করের দাবী প্রণয়ন ও আদায় প্রসংগে।

সূত্র ঃ অত্র মন্ত্রনালয়ের সার্কুলার নং ভূ ঃমঃ /শা-৩/ ভূউক/ ৩৮/৯০/৪২ তারিখ ঃ ২৫/৭/৯০ইং।

নির্দেশক্রমে জানান যাইতেছে যে, সূত্রে উল্লেখিত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত নতুন আর, এস, খতিয়ানের ভিত্তিতে ভূমি উন্নয়ন করের দাবী প্রণয়ন এবং তাহা আদায়ের নির্দেশ রহিয়াছে। কোন কোন তহশিল অফিসে উপরোক্ত সরকারী নির্দেশ প্রতিপালিত হইতেছে না বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্বেও নতুন খতিয়ান মোতাবেক ভূমি উন্নয়ন কর কেন আদায় করা হইতেছে না তাহা বোধগম্য নয়। এমতাবস্থায় সরকারী নির্দেশ মোতাবেক নতুন প্রকাশিত খতিয়ানের ভিত্তিতে ভূমি উন্নয়নের কর আদায় নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তাঁহাকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বা/- (কামাল উদ্দীন আহমেদ)
সহকারী সচিব।

(বাংলাদেশের গেজেটের ১ম খণ্ড, ২৯ শে এপ্রিল, ১৯৯৩ তারিখে প্রকাশিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

শাখা নং-৩

পরিপত্র

নং ভূঃমঃ/ শা-৩/কর/১৫/৯৩/১৯৭(৬১)

তারিখ ঃ ২৮/১২/১৩৯৯ বাং/ ১১/৪/১৯৯৩ইং।

বিষয় ঃ ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান থেকে অব্যহতিপ্রাপ্ত ভূমি-মালিকদের দাখিলা প্রদান।

১। স্বল্প জমির মালিক, ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের আর্থিক স্বস্তি ও কৃষিকাজে উৎসাহ প্রদান এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ১৩৯৮ সালের ১লা বৈশাখ থেকে ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তদনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয় ২০/১/৯৮-৪/৫/৯১ তারিখে ভূঃমঃ/শা-৩/কর/৮/৯১-১৩৬(৬০০) সংখ্যক পরিপত্র জারী করে। উক্ত মওকুফ ঘোষণার প্রেক্ষিতে ২৫ বিঘা বা তার চেয়ে কম কৃষি জমির মালিকগণকে বর্তমানে ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে কোন দাখিলা বা কর আদায়ের রসিদ প্রদান করা হয় না।

২। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাকালে, জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনে এবং অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্যে অনুর্ধ ২৫ (পঁচিশ) বিঘা জমি-মালিকদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে সরকার মনে করেন যে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে প্রদত্ত দাখিলা ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের রসিদ জমির মালিকানার প্রমাণের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রমাণ পত্রের মধ্যে অন্যতম প্রমাণপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। জমি ক্রয়-বিক্রয় কৃষি ঋণ গ্রহণ এবং অন্যান্য কাজে দাখিলা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া দেওয়ানী মামলায় ভূমির স্বত্ব দখল নির্ধারণের ক্ষেত্রে দাখিলার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমির আপীল রেকর্ড প্রণয়ন ও সংশোধনকালেও স্বত্ব প্রমাণের জন্য দাখিলার প্রয়োজন হয়। সরকার কর্তৃক ২৫ (পঁচিশ) বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফের নির্দেশ জারীর প্রেক্ষিতে উক্ত শ্রেণীর মালিকগণ ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা থানা ভূমি অফিসে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলেছেন। অন্যদিকে ভূমি অফিস হতে ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করা হয়েছে। এই মর্মে বিশেষ প্রয়োজনে কোন দাখিলা বা প্রত্যয়নপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ফলে অনুর্ধ ২৫ (পঁচিশ) বিঘা জমির অনেক মালিক সংশয় ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ক্ষুদ্র ও প্রন্তিক ভূমি-মালিকদের দখলের বিষয়ে সংশয় দূরীভূতকরণার্থে ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে তারা দাখিলা অথবা এ ধরণের একটি প্রমাণপত্র পেতে আগ্রহী।

৩। উপরোক্ত বিষগুলি বিবেচনা করে সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ঃ

(ক) অনুর্ধ ২৫ (পঁচিশ) বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির মালিকগণ তাদের প্রয়োজনে ইচ্ছানুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রতি বাংলা সনের জন্য ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ সীল সম্বলিত প্রতি খতিয়ানে একটি দাখিলা পাবেন। উক্ত প্রত্যয়নপত্র যুক্ত দাখিলার নীচে সংশ্লিষ্ট তহশিলদার দাখিলার যথার্থতা প্রমাণে অবশ্যই তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন।

(খ) উক্ত দাখিলাতে জমির দাগ, পরিমাণ, খতিয়ান নং ইত্যাদি পূর্বের মত উল্লেখ থাকবে।

(গ) বর্তমানে প্রচলিত দাখিলা এ কাজে ব্যবহার করা যাবে। উক্ত দাখিলা প্রাপ্তির জন্য কোন দরখাস্ত লাগবে না।

(ঘ) রেকর্ড সংরক্ষণ ও সরকারের ষ্টেশনারী খরচ নির্বাহের জন্য ভূমি উন্নয়নের কর মওকুফ প্রত্যায়ন সম্বলিত দাখিলা গ্রহণেচ্ছুক অনুর্ধ ২৫ (পঁচিশ) বিঘা জমির মালিকদের কাছ থেকে খতিয়ান প্রতি টাকা ২.০০ টাকা রসিদ খরচ ও রেকর্ড সংরক্ষণ বাবদ আদায় করতে হবে। বর্তমানে ব্যবহৃত দাখিলার বিবিধ আদায় কলামে উপরোক্ত খরচ গ্রহণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(ঙ) খরচ প্রদান করে প্রত্যয়নমূলক দাখিলা গ্রহণের ব্যবস্থা এ ধরণের জমির মালিকদের সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক বিষয়। তাই ইউনিয়ন ভূমি অফিস এ ধরণের ভূমি মালিকদের দাখিলা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা করতে পারবে না।

(চ) অতিক্রান্ত একাধিক বছরের জন্য ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ প্রত্যয়ন সম্বলিত দাখিলা প্রদানের ক্ষেত্রে বছর উল্লেখপূর্বক খতিয়ান প্রতি একটি দাখিলা দিলেই চলবে এবং এ ক্ষেত্রে খরচের হার ২.০০ টাকা থাকবে।

(ছ) এ ধরণের দাখিলা প্রদান হেতু খরচ প্রাপ্তি বাবদ আয় ৭-ভূমি রাজস্ব বিবিধ আদায় রেকর্ড সংরক্ষণ খাতে নিয়মানুযায়ী ট্রেজারীতে জমা হবে।

(জ) এ ব্যবস্থা ১৩৯৮ বাংলা সাল হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

৪। এ ধরণের দাখিলা ভূমির মালিকগণ যাতে নির্বিঘ্নে পেতে পারেন সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস তার নিশ্চয়তা বিধান করবে।

৫। জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) সরকারী নির্দেশ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করবেন।

স্বা/- আমিনুল ইসলাম
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৩

নং- ভূ:ম/শা-৩/কর/১৫/৯৩/৬৪০/(৬১) তারিখ ঃ ১২/৬/১৪০০বাং
২৭/৯/৯৩ ইং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক ----------(সকল)
---------- জেলা।

বিষয় ঃ ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ভূমি-মালিকদের দাখিলা প্রদান প্রসংগে।

সূত্র ঃ অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৩/কর/১৫/৯৩/১৯৭(৬১) তারিখ ২৮/১২/৯৯ বাং ১১/৪/৯৩ ইং।

ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ভূমি মালিকদের দাখিলা প্রদান সম্পর্কে অত্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রে উল্লেখিত জারীকৃত পরিপত্রের বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে রাজস্ব প্রশাসনের সংগে জড়িত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে কিছু কিছু সংশয় ও দ্বিধা রয়েছে বলে নির্দেশ-ক্রমে উক্ত পরিপত্রের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হল ঃ-

(ক) ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফাধীন কৃষি জমির মালিক প্রতিটি খতিয়ানের জন্য একটি করে দাখিলা পাবেন। তবে একই খতিয়ানে একাধিক অংশীদার থাকলে প্রত্যেকে নির্ধারিত ২.০০(দুই) টাকা করে আলাদা রসিদ খরচ প্রদান করে, আলাদা আলাদা দাখিলা পেতে পারেন, কিন্তু শর্ত থাকে যে, প্রত্যেকটি দাখিলা গ্রহণকারী মালিকের নামের সাথে গং লিখতে হবে যাতে দাখিলা দৃষ্টে অংশীদারীত্বের বিষয়টি ও "ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ" প্রত্যায়ন সম্বলিত কোন অংশীদার দাখিলা গ্রহণ করেছেন বোধগম্য হয়।

(ক) একই তহশিলভুক্ত কোন মালিকের একাধিক খতিয়ানের জমি একই হোল্ডিং এ অন্তর্ভূক্ত হলেও "ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ:" প্রত্যয়নভূক্ত দাখিলা প্রতি খতিয়ানের জন্য নিতে হবে।

স্বা/- (মুহম্মদ আবদুল আলীম খান)
উপ- সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

নং- ভূঃমঃ/ শা-৩/ কর/১৫/৯৩/৬৪৩(৬১)/১ তারিখ ঃ ১২/৬/১৪০০ বাং।
২৭/৯/৯৩ ইং।

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ-
১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, মতিঝিল বা/ এ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও ঢাকা।
৪। কমিশনার, ---------- বিভাগ।
৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ---------- জেলা।
৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), থানা ভূমি অফিস (সকল)।
৭। রেকর্ড কপি।

স্বা/- (কামাল উদ্দিন আহমেদ)
সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৩

নং- ভূঃমঃ/ শা-৩/কর/ ১০০/৯২/১(১৩৪)

তারিখ ঃ ২৪/১০/১৪০বাং।
৬/২/৯৪ ইং।

"বিজ্ঞপ্তি"

বিষয় ঃ ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির মালিকানার উপর হতে ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ।

ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ সালের ৪২ নং অধ্যাদেশ এর ৩ নং ধারার ১ এর উপধারার (বি) অনুচ্ছেদ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৫ (পঁচিশ) ষ্ট্যান্ডার্ড বিঘা মোট ৮.২৫ একর পর্যন্ত কৃষি জমির মালিকানার উপর প্রদেয় কর মওকুফের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হল।

এই ব্যবস্থা ১৩৯৮ বাংলা সালের ১লা বৈশাখ (১৪ ই এপ্রিল, ১৯৯৯) হতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বা/- জগন্নাথ দে
৫/২/৯৪ ইং
যুগ্ম সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৩
পরিপএ

নং- ভূঃ মঃ/ শা-৩/ কর/১৫/৯৪/৩৪৮(৬৪)

তারিখ ঃ ৩০-০৫-৯৪ ইং
১৬-০২-১৪০১ বাং

প্রাপক : জেলা প্রশাসক .....।

বিষয় ঃ বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ভূমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায় প্রসঙ্গে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, রাজউকসহ বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে ভূমি অধিগ্রহণকালে জমির মালিকগণ বকেয়া ও হাল উন্নয়ন কর পরিশোধ না করেই ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেন। ফলে ভূমি উন্নয়ন বকেয়া ও হালদাবি অপরিশোধিত থেকে যায়। তাই অধিগ্রহণকৃত জমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো :

(ক) ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ৩ ধারার নোটিশ প্রদানের তারিখ (বাংলা বছর ভিত্তিক) পর্যন্ত জমির মালিক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করবেন। সংশ্লিষ্ট জমির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বকেয়া ও হাল ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণপত্র হিসাবে উপযুক্ত দাখিলা উপস্থাপনের পর চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

(খ) ৩ ধারার নোটিশ প্রদানের পরবর্তী বাংলা বছর থেকে প্রত্যাশী সংস্থা বিধি মোতাবেক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করবে। রাজউক/ সিডিএ/ কেডিএ/ ইত্যাদি সংস্থা অধিগ্রহণকৃত জমি পুনঃবন্দোবস্ত প্রদানের পূর্ব পযন্ত সময়ের ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করবে এবং পুনঃ বন্দোবস্তের সংগে সংগে প্রয়োজনীয় নামজারী সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট
(আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী)
২৮-০৫-৯৪ ইং
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
ভূমি মন্ত্রাণালয়

নং- ভূঃ মঃ/ শাখা-৩/কর/১৫/৯৪/৩৪৮(৬৪)১ (১০০)

তারিখঃ ৩০-০৫-৯৫ইং
৯৬-০২-১৪০২বাং

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। কমিশনার, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল বিভাগ।
৫। চেয়ারম্যান, রাজউক/ কেডিএ/ সিডিএ।
৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এল, এ---------- জেলা।
৭। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।

স্বাক্ষর/ অস্পষ্ট
(কামাল উদ্দিন আহমেদ)
সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৩

সম্পূরক পরিপত্র

স্মারক নং- ভূঃ মঃ / শা-৩/ কর১৫/ ৯৪/৫৭৫(৬৪) তারিখ ঃ ৮ই ভাদ্র, ১৪০১ বাং।
২৩শে আগষ্ট, ১৯৯৪ ইং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক,
..... জেলা।

বিষয় ঃ বিভিন্ন প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত জমির ভূমি উন্নয়ন কর আদায় প্রসংগে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের গত ৩০/৫/৯৪ইং ১৬২/১৪০১বাং তারিখের ভূঃমঃ/শা-৩/কর ১৫/৯৪/৩৪৮(৬৮) নং স্মারকে জারীকৃত পরিপত্রের "খ" অনুচ্ছেদের প্রয়োগ সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে কোথাও কোথাও কিছু বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে বলে মন্ত্রণালয় অবগত হয়েছে। সকল বিভ্রান্তি দূরীকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় সুস্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে, রাজউক/সিডিএ/কেডিএ ইত্যাদি সংস্থার অধিগ্রহণকৃত জমি যে বাংলা বছরে অধিগ্রহণ করা হয় সে সময় থেকে পূনঃবরাদ্দ প্রদান পর্যন্ত সময়ের ভূমি উননয়ন কর প্রত্যাশী সংস্থার নিকট থেকে আদায় করতে হবে এবং সে জন্য আলাদা হিসাব সংরক্ষণসহ বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩০/৫/৯৪ইং তারিখের পূর্বে চূড়ান্ত নিস্পত্তি হয়নি এমন সকল কেসের ক্ষেত্রে পরিপত্রটি কার্যকর হবে।

২। উক্ত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/
আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

নং- ভূঃমঃ/ মা-৩/ কর-১৫/৯৪/৫৭৫(৬৪) তারিখ ঃ ৮ ই ভাদ্র, ১৪০১ বাং।
২৩ শে আগষ্ট, ১৯৪ ইং।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ-

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। কমিশনার, ঢাকা/ চট্টগাম/খুলনা/রাজশাহী/ বরিশাল, বিভাগ।
৫। চেয়ারম্যান, রাজউক/ কেডিএ/ সিডিএ।
৬। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রাজবাড়ী জেলা।
৭। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়।
৮। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।

স্বা/- (মুহাম্মদ আব্দুল আলীম খান)
উপ সচিব (আইন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৩

স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-৩/বার-৪৬/৯৪/৬৩৭/(৬১)

তাং ৩০শে ভাদ্র ১৪০১ বাং
১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ খ্রীঃ

পরিপত্র

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী।

বিষয় ঃ উত্তরাধিকারীর জোত বিভাজন, নামখারিজ ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় প্রসংগে।

মন্ত্রণালয়ের গোচরীভূত হয়েছে যে, যৌথ মালিকানাধীন বা ওয়ারিশানের ক্ষেত্রে জোত বিভাজন, নামজারীর অভাবে অনেক ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায় না করলে জোত বিভাজন করা হচ্ছে না যার দরুন মালিক/উত্তরাধিকারীর অনেকেই সংশ্লিষ্ট জমির নিজ নিজ অংশের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে পারছেন না। এর ফলে বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের পরিমাণ ক্রমশঃই বেড়ে চলছে।

২। উক্ত অবস্থা নিরসনকল্পে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ১১৭ ধারা অনুসারে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হল ঃ

(ক) যৌথ সম্পত্তির কোন মালিক উত্তরাধিকারী জোত বিভাজনের আবেদন করলে পক্ষগণকে যথাযথ শুনানী দিয়ে প্রথমে জোত বিভাজন অনুমোদন করতে হবে। যার আবেদনের ভিত্তিতে জোত বিভাজন করা হবে, তার নিকট থেকে আনুপাতিক হারে ও বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আবশ্যিকভাবে আদায় করে নামখারিজ চূড়ান্ত করতে হবে। এই বিষয়ে উল্লেখিত আইনের ১১৭ ধারায় "Direct, by order in writing such subdivision of a joint tenancy amongst the co-sharer tenants and distribution of rent thereof including arrears of rent, if any, as he may consider fair & equitable" বিধানের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

(খ) অন্যান্য অংশীদারদের নিকট থেকে বকেয়া ও হাল ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) জোত বিভাজনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের/পৌরসভার চেয়ারম্যানের নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারী বিষয়ক তথ্যাদির প্রত্যয়ন পত্র, আপোষ বন্টননামা, ফরায়েজ, তহশিলদারের তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনতে হবে।

(ঘ) তহশিলদারগণ এলাকার হোল্ডিং মালিকদের মৃত্যু রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবেন এবং কোন মালিকের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র ওয়ারিশগণকে নাম খারিজের লক্ষ্যে স্বীয়স্বত্ব উল্লেখপূর্বক দরখাস্ত-করার জন্য নোটিশ প্রদান করবেন। দরখাস্ত প্রাপ্তির পর তহশিলদার স্থানীয়ভাবে তদন্ত করে নামজারীর সুপারিশসহ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট প্রেরণ করবেন। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নামজারী প্রক্রিয়ায় কোথাও যেন অহেতুক বিলম্ব না ঘটে। মৃত ভূমি-মালিকদের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য

ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে গ্রাম্য পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। ভূমি-মালিকের মৃত্যুর ১২০ দিনের মধ্যে ওয়ারিশগণের নামে নামখারিজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জোত বিভাজন ও নামখারিজ) করণের সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল তহশিলদার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে নির্দেশ দেয়া হলো।

(ঙ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) নামখারিজ ও জোত বিভাজনের আবেদনপত্র পাওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে তা অন্তর্ভুক্ত করে আবেদনকারীকে রেজিষ্টারের এন্ট্রি নম্বর ও তারিখ আবশ্যিকভাবে সরবরাহ করবেন। আবেদন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় তদন্ত/শুনানী সম্পন্ন করে এই সমস্ত কেস নিষ্পত্তি করতে হবে। উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ থানা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শনের সময় এই কেসসমূহ নিষ্পত্তির ও সময়সীমা প্রতিপালনের বিষয়টির প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন।

উক্ত নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বা/-আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

নং-ভূঃমঃ/শা-৩/কর-৪৬/৯৪/৬৩৭(৬১)/১(৫০০)

তারিখ ঃ ৩০শে ভাদ্র, ১৪০১বাং।
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ইং।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো ঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। কমিশনার,.....বিভাগ।
৪। উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার, ...বিভাগ।
৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ...জেলা।
৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ...থানা, ...জেলা।
৭। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।

স্বা/- (মুহম্মদ আব্দুল আলীম খান)
উপ-সচিব (আইন)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৯

পরিপত্র নং-৪/১৯১৫

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শাক-৯-১/১৫-৬২-(১০০)-বিবিধ তারিখ ঃ ১৮/১০/১৪০৪বাং।
৩১/০১/১৯৯৫ইং।

বিষয় ঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগ কবলিত এলাকায় ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সম্পর্কিত।

ভূমি উন্নয়ন কর আদায় জোরদারকরণ সম্পর্কে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সময় সময় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভূমি উন্নয়ন কর সঠিকভাবে নির্ধারণ ও আদায় করা কালেক্টরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বাংলাদেশে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে কোন কোন এলাকায় সহায়-সম্পদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। এ হেন পরিস্থিতিতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যে করণীয় বিষয় সম্পর্কে সরকার কর্তৃক নিম্নরূপ দিক নির্দেশনা প্রদান করা হলো ঃ

(ক) প্রাকৃতিক দূর্যোগে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সম্পর্কে কালেক্টর বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করবেন। বিভাগীয় কমিশনার সরেজমিনে পরিদর্শন করে সুচিন্তিত মতামতসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(খ) প্রাকৃতিক দূর্যোগ কবলিত এলাকাসমূহে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়কালে কালেক্টরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সংবেদনশীল মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। দূর্যোগজনিত কারণে ভূমি মালিকগণের সার্বিক অবস্থাদি বিবেচনায় এনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যাতে জনসাধারণ অবাঞ্ছিত নিপীড়নের শিকার না হন। সংশ্লিষ্ট সকলকে তাই দূর্যোগ কবলিত এলাকায় ভূমি উন্নয়ন কর আদায় এবং এতদ্বিষয়ে সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় সংযত আচরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বা/- (মোঃ মতিয়ুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব (আইন)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

বিতরণ ঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
২। জেলা প্রশাসক (সকল)।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১/৯৫-১২-(১০০)-বিবিধ।

তারিখ ঃ ১৮/১০/৯৪বাং।
৩১/০১/১৯৯৫ইং।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।

২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৩। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

৪। পরিচালক, ভূমি প্রশাসন কর্মসূচী, নীলক্ষেত, ঢাকা।

৫। মন্ত্রণালয় সকল কর্মকর্তা।

৬। গার্ড ফাইল।

স্বা/- (মোঃ সাহানুর হোসেন খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৩

"প্রজ্ঞাপন"

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৩/কর/১০০/৯২-১০৬(১০০০) তারিখ ঃ ১৬/০২/১৪০২বাং।
৩০/০৫/১৯৯৫ইং।

ভূমি উন্নয়ন করের হার ন্যায়ানুগ ও সরলীকরণ করার লক্ষ্যে এবং জনগণকে অধিকতর সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার ০৬/০৬/৯৪ইং তারিখে ভূঃমঃ/শা-৩/কর-১০০/৯২-৩৬৬ নম্বর স্মারকে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি বাতিলক্রমে Land Development Tax Ordinance, 1976 (১৯৯৩ সালে ২৯নং আইন দ্বারা সংশোধিত) অধ্যাদেশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ভূমি উন্নয়ন করের হার পুনর্বিন্যাস করিয়া কৃষি ও অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। জমির শ্রেণী বিন্যাস ও অবস্থানগত সুবিধা এবং প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন করের হার নিম্নরূপ হইবে ঃ

১। (ক) কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার ঃ

জমির পরিমাণ	ভূমি উন্নয়ন করের হার	
(ক) ৮.২৫ একর	ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হইবে না।	
(খ) ৮.২৫ একরের উর্দ্ধ বা ১০.০০ একর পর্যন্ত	প্রতি শতাংশ ০.৫০ টাকা হারে।	
(গ) ১০.০০ একরের উর্দ্ধে	প্রতি শতাংশ ১.০০ টাকা হারে।	
২। (খ) অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার		
	ব্যবহার অনুসারে এলাকাভুক্ত প্রতি শতাংশ অকৃষি জমির পুনঃ নির্ধারিত করের হার।	
	শিল্প/বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির করের হার	আবাসিক অথবা অন্য কাজে ব্যবহৃত জমির করের হার
(ক) ঢাকা জেলার কোতয়ালী, মীরপুর, মোঃ পুর, সূত্রাপুর, লালবাগ, সবুজবাগ (সাবেক মতিঝিল), ডেমরা,গুলশান, ক্যান্টনমেন্ট, উত্তরা (সাবেক গুলশান), টংগী, কেরানীগঞ্জ থানা এলাকা।	টাকা ১২৫.০০ (একশত পঁচিশ) টাকা প্রতি শতাংশ।	টাকা ২২.০০ (বাইশ টাকা) প্রতি শতাংশ।
(খ) নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর, ফতুল্লা, ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকা।	-ঐ-	-ঐ-
(গ) গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানা এলাকা।	-ঐ	-ঐ-
(ঘ) চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালী, পাঁচলাইশ, ডবলমুরিং, সীতাকুন্ড, বন্দর, হাটহাজারী, পাহাড়তলী ও রাঙ্গুনীয়া	-ঐ-	-ঐ-
(ঙ) খুলনা জেলার কোতয়ালী, দৌলতপুর, দিঘলিয়া (সাবেক দৌলতপুর) ও ফুলতলা থানা এলাকা	-ঐ-	-ঐ-
(চ) অন্য সকল জেলা সদরের পৌর এলাকা	২২.০০	৭.০০
(ছ) জেলা সদরের বাইরে অন্যান্য পৌর এলাকা	১৭.০০	৬.০০
(জ) পৌর এলাকা ঘোষিত হয় নাই এইরকম এলাকা	১৫.০০	৫.০০ (পাকা ভিটি)

৩। এই আদেশ বাংলা ১৪০২ সালের ১লা বৈশাখ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। পৌর এলাকা ঘোষিত হয়নি এইরূপ যে কোন এলাকার আবাসিক জমির ভূমি উন্নয়ন কর ২(জ) অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। তবে উক্ত জমিতে থাকা ভিটিতে বাড়ী না থাকিলে তাহার জন্য ৯নং অনুচেছদের ক হইতে গ উপ-অনুচেছদে বর্ণিত কৃষি জমির হারে ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হইবে।

৫। এই আদেশ বাংলা ১৪০২ সালের ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও এই আদেশ জারীর পূর্বে কেহ বর্তমানে নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকিলে তিনি অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ পরবর্তী বৎসরের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধকালে সমন্বয় করিতে পারিবেন। সমন্বয়ের এই সুবিধা শুধুমাত্র এই আদেশের ৯ খ অনুচেছদে বর্ণিত কৃষি জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৬। ২নং অনুচেছদে (ক) হইতে (জ) উপ-অনুচেছদে বর্ণিত অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার জমির প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে। কোন কোন মেট্রোপলিটন এলাকা কিংবা পৌরসভা এলাকায় আবাসিক এলাকার কোন জমি আবাসিক কাজে ব্যবহৃত না হইয়া কৃষি কাজে ব্যবহৃত কিংবা পতিত অবস্থায় থাকিলে ঐ জমির ভূমি উন্নয়ন কর কৃষি জমি হিসাবে নির্ধারিত হইবে। তদ্রুপ উক্ত এলাকায় বাগানের জন্য ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন কর কৃষি জমি হিসাবে-নির্ধারিত হইবে। তবে কোন অবস্থাতে ২নং অনুচেছদে ক হইতে জ অনুচেছদে বর্ণিত অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর প্রতি শতাংশ ১.০০ টাকার নিম্নে হইবে না।

৭। ০৬/০৬/৯৪ইং তারিখে ভূ/ম/শা-৩/কর/১০০/৯২/৩৬৬ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির ৩নং অনুচেছদে বর্ণিত জমির ক্ষেত্রে এই আদেশের ৫নং অনুচেছদে প্রদত্ত সমন্বয় সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না। অনুরূপভাবে ৬নং অনুচেছদে বর্ণিত জমির প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে নির্ধারিত কর ১৪০২ বাংলা সনের ১লা বৈশাখ হইতে কার্যকর বিধায় ইহার পুর্বের ভূমি উন্নয়ন করের জন্য ৫নং অনুচেছদে বর্ণিত সমন্বয় সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না।

৮। অনুচেছদ-২ এ উল্লেখিত কোন জমির ব্যবহারের প্রকৃতি পরিবর্তন হইলে উক্ত জমির মালিক নিজ উদ্যোগে স্থানীয় সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে অবহিত করিয়া উক্ত জমির ভূমি উন্নয়ন কর পুনঃনির্ধারণ করাইয়া লইবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সময় সময় বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করিয়া নিজ উদ্যোগে পরিবর্তিত ব্যবহার অনুযায়ী জমির ভূমি উন্নয়ন কর পুনঃনির্ধারণ করিবেন।

৯। ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণকালে যে কোন জটিলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনবোধে যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে নির্ধারিত ফি জমা দিয়া সার্ভেয়ার দ্বারা জমি জরিপ করাইয়া প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে প্রতি অংশের জন্য ২নং (ক) হইতে (জ) অনুচেছদে বর্ণিত নির্ধারিত হার অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করাইয়া লইতে পারিবেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণের কোন দরখাস্ত পাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে তাহা নিস্পত্তি করিতে হইবে।

১০। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিতে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। অনুরূপভাবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভূমি আপীল বোর্ডে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিতে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের করা যাইবে। উপরে বর্ণিত যে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়েরকৃত আপীল ৪৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। ৪৫ দিনের মধ্যে কেস নিষ্পত্তি না হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই উপরোক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। ভূমি আপীল বোর্ডের নিকট দায়েরকৃত আপীল যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা পক্ষ যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে কেস নিষ্পত্তি না হইলে উর্দ্ধতন আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

১১। অত্র মন্ত্রণালয়ের ১১/০৪/৯৩ইং তারিখে জারীকৃত ভূঃমঃ/শা-৩/কর/৯৫/৯৩-৯৯৭(৬১) নং স্মারক অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফাধীন কৃষি জমির মালিকগণ তাঁহাদের প্রয়োজনে ইচ্ছানুযায়ী প্রতিটি খতিয়ানের জন্য ২.০০ (দুই) টাকা রসিদ খরচ প্রদান করিয়া দাখিলা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই সম্পর্কিত জারীকৃত সকল আদেশও বহাল থাকিবে।

স্বা/- এ, এইচ, এম, আব্দুল হাই
৩০/০৫/৯৫ইং
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৩/কর/১০০/৯২-১০৬(১০০০)

তারিখ ঃ ১৬/০২/১৪০২বাং।
৩০/০৫/১৯৯৫ইং।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইল ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয়া প্রধান মন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

৩। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড/ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

৫। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

৬। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল বিভাগ।

৭। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, ...বিভাগ।

৮। জেলা প্রশাসক, ...জেলা।

৯। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ...জেলা।

১০। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মুদ্রণ, লেখ-সামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা। এই বিজ্ঞপ্তিটি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১১। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়।

১২। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।

১৩। ভূমি প্রতি-মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব।

১৪। ভূমি সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী।

স্বা/- (আব্দুর রাজ্জাক)
সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি সংস্কার বোর্ড
শাখা নং-৩
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

স্মারক নং-ভূসবো-৩-কর-৭/৯৫/১৫৯(৬১) তারিখ ঃ ২৩/১১/৯৫ইং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক,
.....জেলা।

বিষয় ঃ ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ব্যাপারে তিরস্কার এবং বেশী আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশংসাপত্র ইত্যাদি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৩/রাজস্ব সম্মেলন/১০/৯৪/৩২৪ তারিখ ঃ ২৭/০৯/৯৫ইং।

উপরোক্ত বিষয়ে জানানো যাচেছ যে, গত ২৮/০৮/৯৫ তারিখে ভূমি সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনারগণের মাসিক সভায় ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আদায় কম হ'লে সংশ্লিষ্ট তহশিলদার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের তিরস্কার এবং বেশী আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশংসাপত্র, বিদেশ প্রেরণ/পদোন্নতিতে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
সরকারের ভূমি রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক অত্রাফিসকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বা/- (প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্ত্তী)
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-৩।

স্মারক নং-ভূসবো-৩-কর-৭/৯৫/১৫/১(৭) তারিখ ঃ ২৩/১১/৯৫ইং।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় (দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ জনাব আবদুর রাজ্জাক, সহকারী সচিব, শাখা-৩)।
২। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।

স্বা/- (প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্ত্তী)
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-৩
ভূমি সংস্কার বোর্ড।